ইতিহাস
নবম শ্রেণি

অধ্যায় : ঊনবিংশ শতকের ইউরোপ : রাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সংঘাত

1. জাতীয়তাবাদ কাকে বলে?

উঃ জাতীয়তাবাদ হল এমন একটি আদর্শ যার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাসকারী জন সমষ্টি ঐ ভৌগোলিক সীমারেখার কল্যাণের জন্য কাজ করে এবং তাকে রক্ষার জন্য নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত হয়।

2. ভিয়েনা সম্মেলনকে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন বলা হয় কেন?

উঃ ১৮১৫ খ্রিঃ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে তুরস্ক ও রোমের পোপ ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাষ্ট্র যোগ দিয়েছিল। এই ধরনের বৃহৎ সম্মেলন পৃথিবীতে ইতিপূর্বে হয়নি বলেই ভিয়েনা সম্মেলনকে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন বলা হয়।

3. ইউরোপের ইতিহাসে ভূমিদাস প্রথার অবসান কীভাবে ঘটে?

উঃ উনিশ শতকের মধ্যভাগে শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে ভূমিদাস বা সার্ফ প্রথার অবসান ঘটলেও পূর্ব ইউরোপের রাশিয়া ও তার প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলিতে মধ্যযুগীয় এই বর্বর প্রথা প্রচলিত ছিল। রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রী, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি ছিল ভূমিদাস শ্রেণি। তারা ছিল মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং তাদের অবস্থা ছিল ক্রীতদাসের মতই। মালিক তাদের ইচ্ছামত কেনা-বেচা ও হস্তান্তর করতে পারত, বন্ধক রেখে ঋণ নেওয়া, জুয়াখেলায় বাজি রাখা, খনি ও যুদ্ধের কাজে নিয়োগ করা এমনকি সাইবেরিয়ায় নির্বাসনেও পাঠাত। ভূমিদাসকে তার মালিকের জমিতে বেগার খাটতে হত। বিনিময়ে সে পেত সামান্য একটুকরো জমি যার ওপরে কখনই ভূমিদাসদের দখলি স্বত্ব স্থাপিত হত না। বংশানুক্রমিকভাবে চরম দুর্দশা, নিপীড়ন ও দারিদ্রর মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারহীন অবস্থায় ভূমিদাসরা স্বৈরতন্ত্রী জার শাসনের বিরুদ্ধে ঘন ঘন বিদ্রোহ করে জার সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। জার প্রথম নিকোলাসের রাজত্বকালের শেষ দশ বছরে (১৮৪৫-৫৫ খ্রিঃ) অন্তত চারটি কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয় ও বহু ভূস্বামী ও তাদের কর্মচারীরা ভূমিদাসদের হাতে নিহত হয়। পরবর্তী জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বকালের প্রথম ছয় বছরে (১৮৫৫-৬০ খ্রিঃ) অন্ততঃ চারশোটি কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এইসব কৃষক বিদ্রোহ ভূমিদাসদের মুক্তির আকাঙ্খাকে অনিবার্য করে তোলে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সবদিক বিবেচনা করে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার১৮৫৮ খ্রিঃ এর এক নির্দেশনামায় লিথুয়ানিয়া প্রদেশের সব ভূমিদাসকে মুক্তি দিলে জমিদাররা এর প্রবল বিরোধিতা করে কিন্তু সরকারের চাপের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। ১৮৬১ খ্রীঃ ১৯ শে ফেব্রুয়ারি (নতুন বর্ষপঞ্জী অনুসারে ৯ই মার্চ) যুগের অনুপযোগী এই বর্বর প্রথার অবসান ঘটে। দ্বিতীয় আলেকজান্ডার 'মুক্তির আইন' বা 'মুক্তির ঘোষণাপত্র'-তে স্বাক্ষরের দ্বারা ইতিহাসে 'মুক্তিদাতা জার' নামে পরিচিত হন। মধ্যযুগীয় এই প্রথার অবসানের ফলে রাশিয়াতে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। ভূমিদাসরা মুক্ত ও স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদা অর্জন করে। তারা শ্রমিক হিসাবে কলকারখানা, খনি, যানবাহন প্রভৃতি শিল্পে নিযুক্ত হয়। কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি ঘটে ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বহির্বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। এর ফলে রাশিয়ায় পুঁজিবাদের সূচনা হয়, কায়িক শ্রমনির্ভরতার স্থলে যান্ত্রিক শ্রমনির্ভরতা দেখা দেয় ও রাশিয়ায় সংঘবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণির উন্মেষ ঘটে।